স্ত্রী ঃ একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, শিব–পার্বতীর ছবিতে শিবের হাতে ত্রিশূল আছে। লক্ষ্মী–নারায়ণের ছবিতে নারায়ণের হাতে সুদর্শন চক্র আছে। রাম–সীতার ছবিতে রামের হাতে তীর–ধনুক আছে! শুধু রাধাকৃষ্ণের ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন।
স্বামী ঃ আসলে সব দেবতা তাঁদের বউয়ের সঙ্গে আছেন, তাই আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা একরকম বাধ্য হয়েই সঙ্গে হাতিয়ার রেখেছেন... একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আছেন, তাই মনের সুখে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

সৌজন্যে ফে বু

তিনি দেবী, তিনিই মানবী। তিনি দাত্রী, তিনিই ধাত্রী। দুর্গারূপী সেই নারী আমার–আপনার চোখের সামনে। যাঁদের দশভুজা হয়ে দশদিক সামলাতে হয়। সেই নারীকে নিয়ে গল্প। ১ম পর্ব

অন্য সব ফুলে থাকে ভক্তি আর ভালোবাসা
কিন্তু একই সাথে আনন্দ আর নস্টালজিয়া
মিশে থাকে শুধু কাশফুলেই।

জীবন অনেকটা শাড়ীর দোকানের মতো।
সকলে আসে, টাইম পাস করে, সবকিছু
ওলট–পালট করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যায়।

আমার দেখা সেই দুর্গা

বাজল তোমার আলোর বেণু

অন্বেষা হাঁসদা

বাঙালির ক্যালেন্ডারে লাল কালিতে লেখা 'মহালয়া' শব্দটার মধ্যেই অগাধ প্রেম–পছন্দ–পবিত্রতা মিশে থাকে। মিশে থাকে অপেক্ষা। শরৎকালের এই দিনে, সাদা–নীল কম্বিনেশনের আকাশটা আরও নির্মল, আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্য দিনের তুলনায় চারপাশটা একটু বেশিই সবুজ মনে হয়। শিউলির গন্ধ টেনে ফুসফুসে যেন সতেজতা খুঁজে পায়। অ্যালার্মের আলমোড়া ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক বাঙালির ঘর থেকে ভেসে আসে, ধুলো ঝেড়ে রাখা রেডিয়োর সেই চিরপরিচিত সুর––আশ্বিনের ....আলোকমঞ্জীর । এ যেন মনে হয়, সত্যিই ঈশ্বরপ্রেরিত আকাশবাণী, যা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বাণীকুমারের কণ্ঠে ঝরে পড়ছে দেহে–প্রাণে–মনে। অদ্ভুত শিহরণ জাগানো স্বর আর ভোরের স্নিগ্ধ–শান্ত–শীতলতা মনে নৈসর্গিক সুখ উদ্‌যাপন করে। আসলে কিছু 'পুরাতন' নতুনত্বের ছোঁয়া না পেলেই বেঁচে থাকে। তাই আধুনিকতার ভিড়েও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের কালজয়ী কণ্ঠস্বর আজও পুরোনো হয় না। প্রতিবছর নতুনরূপে ধরা দেয়। প্রতিবারই মনের গোপন কুঠুরিতে কড়া নেড়ে জানান দিয়ে যায়–ওঠো, জাগো, দেখো... চারপাশটা কত সুন্দর সেজে উঠেছে। হাতে যে আর বেশি সময় নেই....মা এল বলে।

দুর্গার ঠোঁটে অশ্রুর হাসি

গৌতমী ভট্টাচার্য

আমার দেখা দুর্গারা কেউ মাটির মূর্তি নয়
আমার দেখা দুর্গার গায়ে তরল রক্ত বয়।
আমার দেখা দুর্গারা সব স্কুল–কলেজে যায়
আমার দেখা দুর্গারা বাঁচে জনতার আঙিনায়।
আমার দেখা দুর্গারা সব মোটা মোটা বই পড়ে
আমার দেখা দুর্গা আবার হোয়াট্‌স অ্যাপও করে।
আমার দেখা দুর্গা দিয়েছে দূর আকাশে পাড়ি
আমার দেখা দুর্গা উনুনে চাপায় ভাতের হাঁড়ি।
আমার দেখা দুর্গারা মাঠে ক্রিকেট ক্যারাটে শেখে
আমার দেখা দুর্গারা ঘরে গল্প–কবিতা লেখে।
আমার দেখা দুর্গারা আজ পাহাড় চূড়ায় ওঠে
আমার দেখা দুর্গার ঠোঁটে অশ্রুর হাসি ফোটে।
অলিম্পিকে আমার দুর্গা পদক আনছে দেশে
অসুর নিধনে এই দুর্গাই সব শক্তির শেষে।

দেবীজি ফটিকজল

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত

নাকে এসে নক করে শিউলির ঘ্রাণ
কাশের দোলায় জাগে বাতাসের প্রাণ।
জলপাই গাছে দোলে কচি জলপাই
সকালের ভেজা ঘাসে পদশব্দ পাই।
মহালয়া আসে বীরেন ভদ্রের ডাকে
ওই বুঝি শাঁখ বাজে,কাঠি পড়ে ঢাকে।
শিশিরের গন্ধ পাই রোদ্দুরের মুখে
বারুদের গন্ধ যেন ক্যাপ–বন্দুকে।
প্রতিমা–প্যান্ডেল–আলো–পুরোহিত–ঢাক
নতুন ড্রেসের গন্ধে ম–ম করে নাক।
দেবীজি ফটিকজল–বাঙালি চাতক
ধ্যানে বসে আছে যেন একঠ্যাঙা বক।
দেবী আসবে–বাঙালি মেতেছে হুজুগে
ঘোটকে আসবে দেবী ডিজিটাল যুগে?

ট্যারা বাঁকা

ব্রিজ ব্যবহারে মেনে চলুন

১. এই পুজোয় ভারী গয়নাপত্র পরে ব্রিজে উঠবেন না। বিশেষ করে বাটখারার মতো কানের দুল।
২. সঙ্গে কোনো ভারী জিনিস রাখবেন না। ভরপেট খেয়ে ব্রিজে ওঠা বারণ।
৩. ব্রিজের উপর দিয়ে মর্নিং ও ইভিনিং ওয়াক বা রান নিষেধ। নিজের স্বাস্থ্য ঠিক করতে গিয়ে ব্রিজের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাবেন না।
৪. যথাসম্ভব একা ব্রিজ পার হোন, জোটে যাওয়ার দরকার নেই।
৫. গাড়ি চালিয়ে গেলে ব্রিজের উপর ব্রেক মারা বারণ।
৬. হাসতে হাসতে হালকা মনে ব্রিজে উঠুন। মন ভার করে ব্রিজের উপর দিয়ে যাবেন না। আপনার ওজন বাড়লে ব্রিজের ক্ষতি হতে পারে। জনস্বার্থে প্রচারিত।

ইয়া ইয়া পরকীয়া

পাশের বাড়ির বেচুখুড়ো
চেঁচিয়ে বলে ইয়া ....
আইন সিদ্ধ হল দেখুন
এবার পরকীয়া!
দিব্যি এখন টেপির মাকে
বাসতে পারি ভালো
গিন্নি যতই পেটাক ঝাঁটা
মুখটা করে কালো!
আস্তে, ফিচেল বললে খুড়ো
জানলে টেপির বাপে
পাঠিয়ে দেবে এক্কেবারে
যম দুয়ারের ধাপে !
বেচু খুড়ো বলেন হেসে
তোমরা সবে শোনো
বউরা এখন নিজের স্বামীর
প্রপার্টি নয় কোনো !

পরকীয়া কথায়

শুভাশিস দাস

কিঁউ কি

প্র. জল যদি শরীর থেকে বের হয় তবে...
উ. ঘাম।
প্র. জল যদি চোখ থেকে বের হয় তবে...
উ. অশ্রু।
প্র. জল যদি সীমাকে লঙ্ঘন করে তবে...
উ. প্রলয়।
প্র. জল যদি সীমার মধ্যে থাকে তবে...
উ. জীবন।

তাপসী দে

আমার দেখা সেই দুর্গা

তিনি দেবী, তিনিই মানবী। তিনি দাত্রী, তিনিই ধাত্রী। তিনিই দুর্গতিদায়িনী, তিনিই দুর্গতিনাশিনী। একই অঙ্গে তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীকরূপিণী। তিনি জগজ্জননী মহামায়া দুর্গা। দুর্গারূপী সেই নারী আমার–আপনার চোখের সামনে। যাঁদের দশভুজা হয়ে দশদিক সামলাতে হয়। সেই নারীকে নিয়ে গল্প লিখুন ১৫০ শব্দের মধ্যে। পাঠিয়ে দিন ১০ অক্টোবরের মধ্যে এই ঠিকানায়–ঘেঁটে ঘ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কল–২৬, মেল ghentegha@gmail.com (পিডিএফ–এ)